বাংলাদেশ-সৌদি আরব ১৪ তম যৌথ কমিশন সভার প্রেস ব্রিফিং

সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রিয়াদের ডিজিটাল সিটিতে অবস্থিত ক্রাউন প্লাজা হোটেলে ৩০-৩১ অক্টোবর তারিখে ০২ দিনব্যাপী যৌথ কমিশনের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান। সৌদি পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন সৌদি আরবের মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার ডঃ আব্দুল্লাহ বিন নাসের বিন মোহাম্মাদ আবুথনাইন।

সভায় সৌদি আরব ও বাংলাদেশ জ্বালানি সহযোগিতা বৃদ্ধিতে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনে সম্মত হয়। টাস্কফোর্স জ্বালানি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে দুদেশের সুবিধাজনক সময়ে নিয়মিত সভা আয়োজন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জরুরী ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে এলএনজি সরবরাহ ও ইষ্টার্ণ রিফাইনারি ইউনিট ২ প্রকল্পে সৌদি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সৌদি আরবকে অনুরোধ জানালে সৌদি আরব সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। সভায় সৌদি আকওয়া পাওয়ার কর্তৃক বাংলাদেশে ১০০০ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার ও ৭৩০ মেগাওয়াট এর গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

যৌথ কমিশন সভায় বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষরিত হয়। দুদেশের নৌ পেশাজীবীদের মধ্যে নিয়োগ, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সৌদি আরবের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডঃ মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী,

বিপিএম (বার) সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সৌদি পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট এর ডেপুটি আব্দুল রহমান এম আল থুনায়েন।

এছাড়া দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এফবিসিসিআই, বাংলাদেশ এবং ফেডারেশন অব সৌদি চেম্বার এন্ড কমার্স এর মধ্যে একটি জয়েন্ট বিজনেস কাউন্সিল গঠনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের পক্ষে এফবিসিসিআই এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিব উল্লাহ ডন স্বাক্ষর করেন। সৌদি চেম্বার এর পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী তারিক আল হায়দারী ।

সৌদি আরবের স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ হতে পেশাজীবী নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্রুত একটি ‘এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম’ স্বাক্ষরের বিষয়ে সমঝোতা হয়। এছাড়া, দুদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী দ্বিপাক্ষিক সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরেকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

যৌথ কমিশন সভায় দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইসিটি, কৃষি, পরিবেশ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অন্যান্য বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভা শেষে একটি যৌথ কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করা হয়।

যৌথ কমিশন সভায় বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বাংলাদেশ দূতাবাস ও জেদ্দাস্থ কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা এতে যোগ দেন।

যৌথ কমিশনের সূচনা বক্তব্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান সৌদি আরবকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম ভাতৃপ্রতিম বন্ধু দেশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য যৌথ কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এটি আমাদের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি অন্বেষণ করার, সহযোগিতার জন্য নতুন সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিত করার এবং আমাদের যৌথ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয়।”

সচিব শরিফা খান আশা প্রকাশ করেন, ২০২৩ সালের শুরুর দিকে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বাংলাদেশ সফর করবেন, যা দুদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধিতে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী সুলতান আব্দুল রহমান আল মারশেদ এর সাথে একটি আলাদা বৈঠক করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সৌদি উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

যৌথ কমিশনের পরবর্তী সভা ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে।

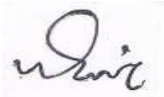

৩১.১০.২০২২